OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 561 - 573
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নারীশিক্ষার উষালগ্নে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের লিঙ্গসাম্যের উদ্যোগ

ড. মধুপর্ণা কর্মকার
স্বাধীন গবেষক
Email ID: madhuparna2015@gmail.com
0009-0008-5768-1114

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Educational Philosophy of Rabindranath, Co-education, Women's Participation in Ashrama, Women's Hostel, Gender Equality, National Reconstruction.

Abstract

In 1901, when the 'Brahmavidyalaya' was established at Santiniketan, women's education and active participation of girls in the ashram were not prevalent. However, Rabindranath Thakur's earnest desire for women's participation, women's education, and the enrichment of the ashram through their 'Sree' and 'Kalyanasparsha' is evident in his various essays and letters to contemporaries. Testimonies from biographers of Rabindranath reveal the same. While women's education did not receive priority at the time of Visva-Bharati's foundation, Tagore later emphasized it with great importance. On one hand, his philosophy of women's education was expressed in essays such as 'Streeshiksha' and 'Sreebhavana sambande amar adarsha', and on the other, his inner aspirations were articulated in letters to eminent persons of Santiniketan, notably Manoranjan Bandyopadhyay, Ajit Chakraborty, and Hemlata Sen. The introduction of women's education with the daughters of Santiniketan's dignitaries and the inception of co-education in a conservative society was not smooth.

This paper discusses Tagore's philosophy of women's education, the introduction of women's education in the early phase of Santiniketan, the construction of women's hostels, the participation of girls in various ashram activities, and the reflection of Thakur's educational ideals. Against the colonial education system, Rabindranath's educational philosophy through indigenous education played a significant role in nation-building. The formative period of women's education in the early phase of Swadeshi education took a distinct shape through Tagore's relentless efforts at Santiniketan. The primary objective of this paper is to outline how Rabindranath's thoughts on women's education evolved and were manifested. This paper also focuses on how the women's hostel, as an integral part of ashram residential life, became an 'alternative' space and a site of self-discovery for its residents. The erudite women of Santiniketan, predominantly from upper-caste and upper-class families, dedicated themselves to Tagore's mission of building the ashram. From their memoirs, we sense how they spent

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

joyful times as students, residents, and ashramites in close proximity to Rabindranath, a time they revisited in their recollections.

Discussion

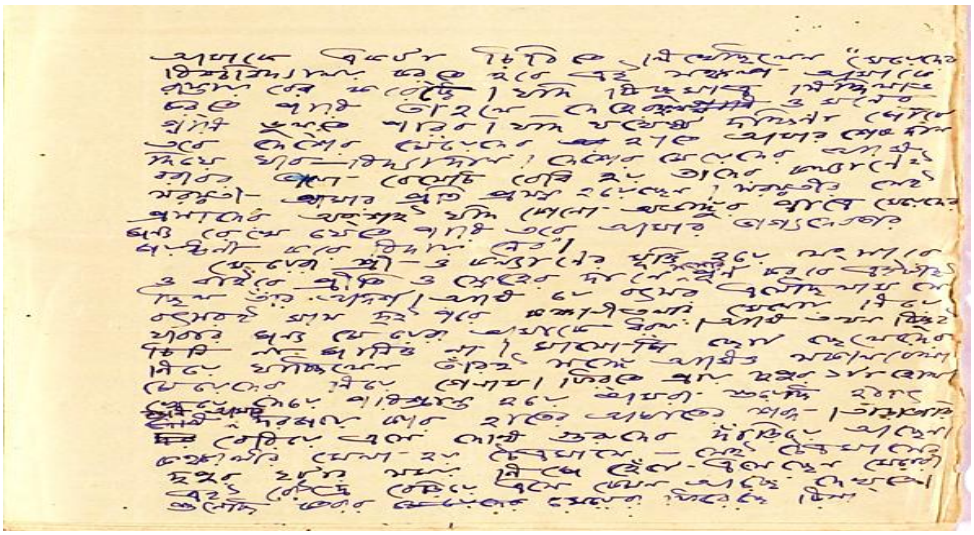
সূচনা : ঔপনিবেশিক শিক্ষার যুগে রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা স্বদেশি শিক্ষার মাধ্যমে জাতিগঠনে একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এই স্বদেশ পূনর্গঠনে নারীশিক্ষার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সমসময়ে নারী শিক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য না পেলেও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষা বিশেষটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। একদিকে যেমন 'স্ত্রীশিক্ষা', 'শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ' ইত্যাদি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর নারীশিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তেমনি তৎকালীন শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন বিশিষ্টজন যেমন - মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, হেমলতা সেন প্রমুখকে লেখা চিঠিতে তাঁর মনোগত ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের বিশিষ্টজনদের কন্যাদের নিয়ে প্রথম নারীশিক্ষার প্রচলন এবং তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে সহশিক্ষার গোড়াপত্তন খুব সাবলীল ছিল না। শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্বে মেয়েদের শিক্ষার সূচনা এবং ধারাবাহিকতায় আশ্রমের বিদূষী নারীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম হস্টেল 'শ্রীসদন' নির্মাণ, মেয়েদের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি এবং মেয়েদের দেখবহালের জন্য পরিদর্শিকাদের আগমন সেযুগের রক্ষণশীল সমাজকে আলোড়িত করেছিল। প্রথম যুগের আবাসিকাদের আবাসজীবন এবং নারীশিক্ষার প্রথম যুগে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে পাঠলাভের অভিজ্ঞতা রাণী চন্দ, অমিতা সেন সহ অনেকের স্মৃতিকথায় বর্ণিত হয়েছে। পাঠলাভের পাশাপাশি মেয়েরা আশ্রমে নানাবিধ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশী শিক্ষা গঠনের যুগে শান্তিনিকেতনে নারী শিক্ষার উদ্যোগ সামাজিক লৈঙ্গিক বদ্ধমূল ধারনায় কুঠারাঘাত করে। এই গবেষনাপত্রে রবীন্দ্রনাথের নানা প্রবন্ধ, চিঠিতে প্রতিফলিত নারীশিক্ষার চিন্তা ও দর্শন আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে মেয়েদের শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে মেয়েদের হস্টেল নির্মাণ, নানা কাজে মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, এবং নারীদের জন্য সমিতি নির্মাণসহ প্রথম যুগে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের লিঙ্গসাম্যের সার্বিক প্রচেষ্টা আলোচিত হয়েছে।

ক। রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষা ও লিঙ্গসাম্যের দর্শন— শান্তিনিকেতনের সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে শ্রেণি এবং লিঙ্গসাম্য চর্চার সুপ্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনকে বিশেষ করে তুলেছিল। সামাজিক বিভাজন ও স্তরভেদগুলি প্রশমিত করে একটি সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন করেন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে নারীদের শিক্ষা এবং সার্বিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছিলেন, অসংখ্য প্রবন্ধ এবং চিঠি তার সাক্ষ্য বহন করে। রবীন্দ্রসমকালে যে নারীরা শান্তিনিকেতনে শিক্ষায় এবং কার্যপরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা মূলত অভিজাত, উচ্চবিত্ত এবং উচ্চবর্ণীয় নারী। বিশ্বভারতী নির্মাণকালীন সদস্যদের পরিবারের মেয়েদের শান্তিনিকেতনে পাঠলাভের কথা বহুবিধ স্মৃতিকথায় উল্লিখিত রয়েছে। অমিতা সেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কিরণবালা সেন, লীলা রায়, গৌরী ভঞ্জ, কমলা সেন, যমুনা সেন, রমা চক্রবর্তী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এবং বিদেশী কয়েকজন বিদুষী নারীর অবদান যাঁরা বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসমকালে বিশ্বভারতীতে পাঠলাভ এবং বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালন করেছিলেন (Mukhopadhyay, 2016)।

নারীর 'শ্রী' এবং 'কল্যাণী' রূপের ধারণা : রবীন্দ্রনাথ নারীর 'কল্যাণী' রূপটির প্রতিফলনে আশ্রমের সমৃদ্ধি চেয়েছিলেন। পড়াশুনার পাশাপাশি জীবনযাত্রার যাবতীয় কাজে মেয়েদের পারদর্শী করে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্র প্রয়াণে হেমবালা দেবীর ঢাকা মহিলা সভায় পঠিত 'রবীন্দ্রস্মৃতিপূজা' প্রবন্ধে মেয়েদের শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কবির আন্তরিক চেষ্টার কথা বলেছেন। তিনি কবির কথা উল্লেখ করেছেন - "প্রাণের যত্ন এবং ভালোবাসা দিয়ে নারী গৃহ ও বাহিরকে পূর্ণ ও সুন্দর করিয়া তুলিবেন। এমন শিক্ষা নারীকে দিতে হইবে যাহাতে দেশের ও গৃহের সমস্ত কর্ম নারী শ্রী ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করিবেন" (দেবী, ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে হেমবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছিলেন, চিঠিটি উদ্ধৃত হল— "মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এই সংকল্প আমাকে রাস্তায় বের করেছে। যদি কিছুমাত্র সিদ্ধিলাভ করি তা হলে দেহের দুঃখ মনের গ্লানি ভুলতে পারব। ... যদি যথেষ্ট

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দাক্ষিণ্য জোটে তবে আমার দেশের মেয়েদের হাতে কল্যাণেই সরস্বতী আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন – সরস্বতীর সেই প্রসাদের অংশই যদি আমি কোনো অভঙ্গুর পাত্রে মেয়েদের জন্যে রেখে যেতে পারি তবে ভাগ্যদেবতার জয়ধ্বনি করে বিদায় নেব।" ইতি ২৮ অক্টোবার ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১]



চিত্র - ১ হেমবালা দেবীর লেখা চিঠি। রবীন্দ্রভবন চিঠি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

সূচনাকালে নারীশিক্ষার একটি বিশেষ অভিমুখ ছিল, যেখানে বলছেন –

> "শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়ে পুরুষে কোনো ভেদ থাকিবে না, একথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটি দিক আছে – একটি বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক, একটি ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক সেখানে মেয়ে পুরুষে কোনো পার্থক্য নাই - কিন্তু যেখানে ব্যবহারের দিক সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই। কিন্তু মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটি বৈশিষ্ট্য আছে।"[২]

মেয়েদের এই 'মেয়ে হইতে শিখাইবার' শিক্ষা তৎকালে গুরুত্ব পেত। জন স্টুয়ার্ট মিল 'সাবজেকশন অব ওম্যান' এ সোফিকে এই মেয়ে হয়ে উঠবার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যেখানে তারা সামাজিক লৈঙ্গিক ভূমিকার একটা অংশ হিসাবে শিক্ষাগ্রহণ করে লৈঙ্গিক সামাজিক ভূমিকাকেই মসৃণ করে তুলবে ও পিতৃতান্ত্রিক পরিষেবাকে পোক্ত করে তুলবে। দৈনন্দিন জীবনে মেয়েদের সবরকম গৃহকর্ম, রোগীর সেবা, অতিথি আপ্যায়ন, প্রাথমিক চিকিৎসা, সূচিশিল্প, রন্ধনকার্য, গৃহসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে নানারকম খেলাধুলা, নৃত্যগীত, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাঝে শিক্ষাকে সবরকম ভাবে সুপ্রকাশিত করার চেষ্টা করেছিলেন। নারীশিক্ষা সূত্রপাতের প্রথম যুগে এই 'কল্যাণময়ী অন্নপূর্ণা' রূপটির গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। বানী নিয়োগী রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষার উদ্যোগ সম্পর্কে লিখছেন—

> "নারীর কল্যাণময়ী অন্নপূর্ণা রূপটি তিনি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন।"[৩]

লিঙ্গসাম্যের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ সেকালে যে মাত্রায় প্রথা ভাঙতে পেরেছিলেন তা অবিশ্বাস্য (Mukhopadhyay, 2016)। যখন উচ্চবিত্ত পরিবারেও বিধবা নারীর পারিবারিক অবস্থান এবং সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন হয়ে গেলেও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতায় প্রশ্ন প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করছে যাঁদের, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করলেন যাবতীয় ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য সামাজিক আক্রমণের বিরুদ্ধে। লাবণ্য দেবী, সুশীলাবালা দেবী এমন কি রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে বাল্যবিধবারা শান্তিনিকেতনে এসে কবির সাহচর্য্য পেয়েছেন, পাঠ লাভ করেছেন এবং শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অবলীলায়।

সামাজিক বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক এবং তার উঁচুনীচু বিন্যাসের মধ্যে যে বৈষম্যের প্রকট চেহারা তৎকালে বহাল ছিল তার প্রতিটি সমীকরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার ছিলেন, শান্তিনিকেতনে অন্তর্ভুক্তির বিস্তৃতি দেখলে তা স্পষ্ট হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা রক্ষণশীল ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেড়িয়ে এসে পড়াশুনা করছেন, সহশিক্ষায় অংশ নিচ্ছেন এবং মুক্ত জীবনের স্বাদ পাচ্ছেন, শান্তিনিকেতনের কাজকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, শুধুমাত্র তাই নয়, বাল্যবিধবা যাঁরা সামাজিক ভাবে বিবিধ বৈষম্যের সম্মুখীন হতেন এবং প্রায় 'না - মানুষ' এর জীবন যাপন করতে বাধ্য থাকতেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে পেলেন ভিন্ন এক মুক্তির জীবন। সমকালের যাবতীয় দৃশ্যমান বৈষম্য এবং নারীদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল প্রত্যেকটিতে রবীন্দ্রনাথ নিপীড়িতের পক্ষ নিয়েছেন, অন্তরভুক্তির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছেন।



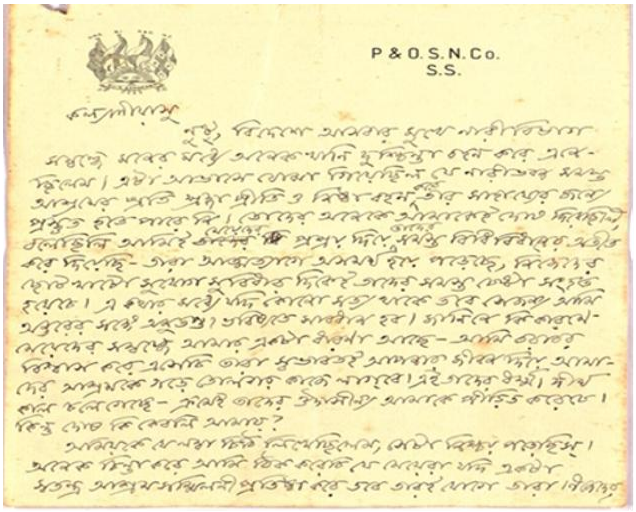
চিত্র ২ পুরোনো লাইব্রেরী, পাঠভবন, S.P Gavande এর তোলা ছবি। রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

বিভিন্ন চিঠিপত্রে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ : শান্তিনিকেতনে বিশিষ্টজনদেরকে লেখা চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষার ভাবনা বিবিধ ভাবে প্রতিফলিত, তিনি লিখছেন আশ্রম মেয়েদের বিদ্যালয় নির্মাণ, নারীশিক্ষার বিস্তারের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা, স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার বেদনার কথা। মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন –

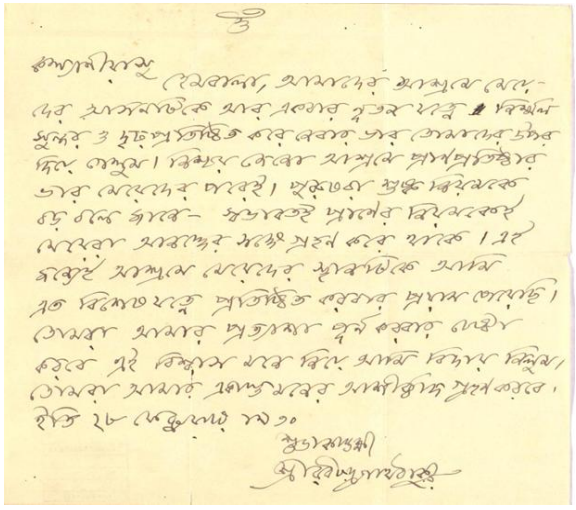
> "বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে। এবং হু হু করে সেটা বেড়ে ওঠবার মতলব করচে। অনেকদিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগই নি – ঠাকুর যখন আপনি ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।"[৪]

প্রায় দুই বৎসর চলার পর আদি পর্বের নারী–বিদ্যালয়টি যখন উঠে যায় তখন কবির মনঃপীড়ার শেষ ছিল না। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর মনোবেদনার কথা ২ কার্তিক (১৯ অক্টোবর, প্রবাসী) অজিত চক্রবর্তীকে লেখেন — "মেয়ে বিদ্যালয় উঠে গেছে কিন্তু তার বেদনা আমার মন থেকে কিছুতে যাচ্ছে না। এক একবার মনে করছি, এই বিদ্যালয়টিকে আর কোনো একটি অনুকূল জায়গায় গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। দেশে যার প্রয়োজন আছে তাকে সহজে ত্যাগ করা চলে না।" (অজিত চক্রবর্তী মহাশয়কে লেখা চিঠি, প্রবাসী, ১৩১৬, ১২ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) ১৯১০ অন্যতমা ছাত্রী ইন্দুলেখা চৌধুরীকে আশ্বাস দিয়ে লেখেন, "তোমাদের জন্য আমার মন ব্যথিত আছে সে তোমরা জান, যদি পেরে উঠি আবার তোমাদের কাছে আনার ব্যবস্থা করব।"

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



চিত্র-৩ *জনৈকা নুটুকে লেখা কবির চিঠি। রবীন্দ্রভবন চিঠি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।*



চিত্র – ৪ *হেমবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। রবীন্দ্রভবন চিঠি সংগ্রহশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত।*

অজিতকুমার চক্রবর্তীকে তাঁর ৯ অক্টোবর ১৯০৯ সালে লেখা একটি চিঠির অংশ উল্লেখ করা হল—

> "স্ত্রীবিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম স্থির করা কর্তব্য। নতুবা ওখানকার বালকবিদ্যালয়ের সঙ্গে হয়তো তার সুর মেলবার আশঙ্কা আছে। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ও অনেকের মন বোধহয় এ সম্বন্ধে পীড়িত হচ্ছে–সেটা ঠিক কল্যাণকর নয়। অবশ্য যেখানে কোনো অন্যায় নেই সেখানে কারো সংস্কারের দিকে তাকাবার দরকার নেই – কিন্তু সংস্কারকে একেবারেই অশ্রাব্য করারও প্রয়োজন দেখিনে। তার মানে, কাজ থাকলে কাজ চালাতে হবে, কিন্তু যেখানে কাজ নেই সেখানে সতর্ক হওয়া উচিত। মেয়েরা শান্তিনিকেতনে, জগদানন্দের বাড়ীতে বা নীচের বাংলোয় অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত স্বেচ্ছামত যাতায়াত করতে পারবে না, এই নিয়ম করে দিয়ো – ক্লাসের প্রয়োজনের বাইরে অধ্যাপকদের সঙ্গেও তাদের যোগ থাকবে না। ওদের ওঠা খাওয়া প্রভৃতির সময় সুনির্দিষ্ট থাকবে এবং বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় তাদের কর্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে এইরকম স্থির থাকা ভাল।"[৫]

১৯৩০ সালে বিদেশ ভ্রমণে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর ভাবনা চিঠিতে লেখেন, হেমবালা সেনকে। চিঠিটি উল্লিখিত হল— "কল্যাণীয়াসু হেমবালা, আমাদের আশ্রমের মেয়েদের আসনটি আর একবার নতুন যত্নে নির্মলসুন্দর ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে গেলুম। নিশ্চই জেনো, আশ্রমের প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভার মেয়েদের পরেই। পুরুষেরা শুষ্ক নিয়মকে বড়ো বলে জানে। স্বভাবতই প্রাণের নিয়মকে মেয়েরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। এই জন্যই আশ্রমের মেয়েদের স্থানটিকে এত যত্নে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তোমরা আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করবার চেষ্টা করবে এই বিশ্বাস মনে নিয়ে আমি বিদায় নিলুম। তোমরা আমার একান্ত মনের আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। ইতি ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০। সাহিত্যসচিব অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, -

> "কেননা যেদিন থেকে আশ্রমে আমি মেয়েদের স্থান দিয়েছি, সেইদিন থেকেই আমার মনে এই কল্পনা ছিল যে আশ্রম রচনায় মেয়েদের ত্যাগ এবং সেবা সুন্দর ও প্রানবান হয়ে উঠবে।"[৬]

তিনি আরো লিখছেন, -

> "আমার মনে ছিল মেয়েদের আগমনে আশ্রমে এই সেবাশুশ্রূষার অমৃতধারা কল্যাণে পূর্ণ হয়ে দেখা দেবে ... এবং আশ্রমের মধ্যে একটি সামাজিকতার ভাবকে সরস করে তুলবে।"[৭]

সামাজিক সংস্কার ও সবরকম বাধাবিপত্তির ঊর্ধ্বে নারীশিক্ষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ইচ্ছা নানাভাবে নানাজনের চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীকে আরো একটি চিঠিতে লিখছেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "মেয়েরা যদি আশ্রমসম্মিলনী স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার মধ্যে ওখানকার গুরুপত্নীরাও স্থান গ্রহণ করেন তাঁদের সকলের যোগে শ্রীভবনের ও সেইসঙ্গে সমস্ত আশ্রমের শ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মনে আশা করে আছি একদা ওখানে নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত হবে। এখন থেকে মেয়েরা সকলে মিলে তার ক্ষেত্রকে নিষ্কন্টক ও তার বিধি-নিষেধগুলিকে যদি সুদৃঢ় করে তোলেন, ওখানকার চিত্তকে সম্পূর্ণ অনুকূল করেন তাহলে কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে।"[৮]

বিশিষ্টজনদের লেখা চিঠি গুলি বহন করে শান্তিনিকেতনে নারীশিক্ষার সূচনাকালীন টানাপোড়েন এবং রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা।

খ। বিশ্বভারতীতে নারীশিক্ষার উষালগ্ন— ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে একপ্রকার জনশূন্য মাত্র দুটি ছাতিম গাছের তলায় কবিগুরুর ঐকান্তিক সাধনা ও ভাবাদর্শের পীঠস্থান বিশ্বভারতী নির্মিত হল। ব্রহ্মবিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে চলতে শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ মন দিলেন নারীবিদ্যালয় স্থাপনে। রবিজীবনীতে বর্ণিত হচ্ছে, -

> "শান্তিনিকেতনে ধীরে ধীরে নারী সমাগম বাড়ছিল। শরৎকুমার চক্রবর্তী বিলেত গেলে মাধুরীলতা শিশুছাত্রদের পড়াবার দায়িত্ব নেন, 'বড়োমা' হেমলতা দেবীর কাছে এই শিশুরা মায়ের স্নেহ লাভ করত। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের তত্ত্বাবধান ও পড়াশুনার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকাকে মূল্যবান মনে করতেন। দায়িত্বটিকে ইচ্ছাধীন না রেখে নিয়মানুগ করবার বাসনায় তিনি অজিতকুমারের মা সুশীলা দেবীকে শিশুবিভাগের ভার দেওয়ার কথা লিখেছিলেন ৪ শ্রাবণ ১৩১৫; ১৯০৮, ১৯ জুলাই এর পত্রে।"[৯]

নারীশিক্ষার প্রারম্ভিক যুগে আশ্রমবাসী অধ্যাপকদের পুত্রকন্যা ও তাদের আত্মীয় স্বজনের কন্যারাই ছিলেন নারীশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল তিনি লিখছেন, -

> "যেসব মেয়েরা ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতেনে এসে পড়েছেন, তাঁদের জন্য শিথিল ধরনের একটি শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। আলোচ্য সময়ে আরো কিছু মেয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। বিভুচরণ গুহঠাকুরতার বালবিধবা ভগ্নী লাবণ্যলেখা রবীন্দ্রনাথের কন্যাস্থানীয়া হয়ে কার্তিক মাসে শিলাইদহে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন ওপরে শান্তিনিকেতনবাসিনী হন। পূজাবকাশে ঢাকা গিয়ে ক্ষিতিমোহন তাঁর কিশোরী শ্যালিকা হেমলতা (টুলু) ও বন্ধু প্রসন্নকুমার সেনের দুই কন্যা হিরণ ও ইন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। জগদানন্দের কন্যা তরুবালা এবং পারুল তখন শান্তিনিকেতনে। এঁদের নিয়ে একটি ছোটো বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠল।"[১০]

মাত্র পাঁচ ছয়জন ছাত্রী নিয়েই ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রথম শুরু হয় নারী বিদ্যালয়। তখনও কোনো স্থায়ী পাঠকেন্দ্র স্থাপিত না হওয়ায় ছাত্রীরা বালকদের সঙ্গেই পড়াশুনা করতেন। এইভাবেই প্রায় বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নারী বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের পূজাবকাশের পর ঢাকার প্রসন্নকুমার সেনের দুই কন্যা হিরণ ও ইন্দুলেখাকে নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা। হেমলতা গুপ্ত আসেন সে বছর পৌষ উৎসবের পর। পরে গয়া প্রবাসী তারকচন্দ্র রায়ের কন্যা প্রতিভা ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যা সুধা আসেন। এই কয়েকজনই ছিলেন বালিকা বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী। 'দেহলী' বাড়ির একতলা ছিল ছাত্রীনিবাস। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা মীরা দেবী ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তাঁদের দিদিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে থাকতেন 'দেহলী'- সংলগ্ন 'নতুন বাড়িতে'। মীরা দেবী ওই বালিকা–বিদ্যালয়ে যোগ দেন। আর একজন সমসাময়িক অনাবাসিক ছাত্রী ছিলেন রাধাকান্ত গুহঠাকুরতার বালবিধবা কন্যা লাবণ্যলেখা দেবী। ... অল্প কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সাগরিকা। তিনি নীচুবাংলায় তাঁর জ্যাঠাইমা হেমলতা দেবীর কাছে থাকতেন।[১১]

কিন্তু শান্তিনিকেতনের আদিপর্বে এই বিদ্যালয় বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। প্রশাসনিক কিছু কাজে মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবী মেয়েদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন (আষাঢ়, ১৩১৬)। রবি জীবনীর ষষ্ঠ খন্ডে জীবনীকার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

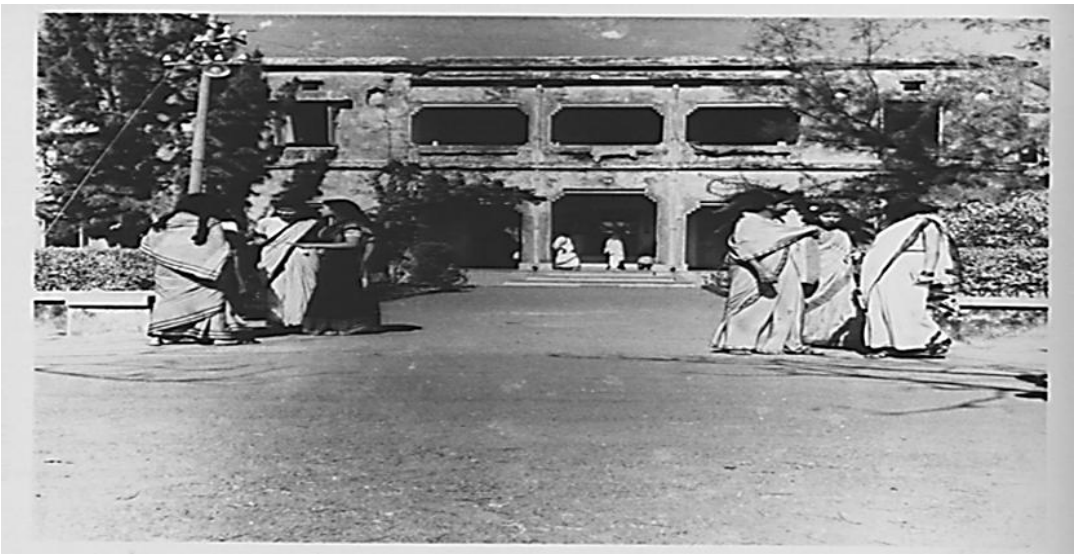
লিখছেন পূজাবকাশের পর সুশীলা দেবী আর ফিরে আসেননি। তারপর নারী বিদ্যালয়টিও বন্ধ হয়ে যায়। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতন ও আশাবাদী ছিলেন। বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও নিরলস ভাবে স্ত্রীশিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি ব্রতী হন। পরবর্তীতে নারী বিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও স্ত্রীশিক্ষা সূত্রপাতের আদিপর্বে অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সুশীলা দেবী চলে গেলে তাঁর স্থানে এসেছিলেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জননী গিরিবালা দেবী। তাঁর দুই কন্যা কল্যাণী ও কাত্যায়নী এই বিদ্যালয়ে যোগ দেন। হেমলতা দেবীর (গুপ্ত) চিঠির বিশেষ অংশ থেকে এও জানা যায়, সে সময়ে অর্থাৎ নারীশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাকে ঠিক সহশিক্ষা বলা যেত না। সে সময়ের নিয়মাবলীতে কিছুটা কড়াকড়ি বজায় ছিল। ছাত্রী নিবাসের বাইরে মেয়েদের চলাফেরার অনুমতি ছিল না ও ক্লাসও হত ছাত্রী নিবাসের সংলগ্ন ঘরে – অবশ্য সেখানে সে ক্লাসের ছেলেরাও এসে পড়ে যেত। ছাত্রীদের খাবার আসত 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিদ্যালয়ের রান্নাঘর থেকে।

শান্তিনিকেতনে প্রথম যুগে যে নারীরা আশ্রমের অংশ ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবী, কবির বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হেমলতা দেবী, রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধু প্রতিমা দেবী, বাল্য বিধবা লাবণ্য দেবী যিনি বরিশালের গুহ ঠাকুরতা পরিবারের একজন সদস্য তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। সুশীলাবালা দত্ত যিনি কণা মাসীমা হিসাবে পরিচিত ছিলেন একজন নিঃসন্তান বিধবা যিনি ছাত্রাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, বাল্য বিধবা ননীবালা রায় যিনি কালীমোহন ঘোষের তত্ত্বাবধানে সুরুল গ্রামে রুরাল এবং সামাজিক কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সাগরিকা রায়, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাতনি উমা রায়, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন এবং কিরণবালা সেনের কন্যা অমিতা সেন, বিহারের উকিল দেবতা চরণ মুখোপাধ্যায়ের যিনি প্রবাসী বাঙালি, তাঁর কন্যা রমা চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ শান্তিনিকেতনে নিজেদের অবদান রেখেছেন উল্লেখযোগ্য ভাবে।

আশ্রমপিতা মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি মেয়েদের নিরাপত্তা ও নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতার প্রতিও তাঁর দায়িত্ববোধ ছিল প্রখর। বঙ্গীয় নবজাগরণের মধ্যে তিনি মেয়েদের তদানীন্তন আধুনিকতার আলোর শরিক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একত্রে পড়ত কিন্তু ক্লাশের পরে ছাত্রদের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। রথীন্দ্রনাথের বিবাহের পর পূত্রবধু প্রতিমা দেবী ও আশ্রম বালিকারা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করে। শান্তিনিকেতনের দোতলায় অভিনয় হয়। পৌষ মেলায় মেয়েদের বাজী দেখারও অধিকার ছিল না। পরে মেয়েদের একটি চারচাকা শকটে মন্দিরের কোণায় গাড়ী নিয়ে যাওয়া হত, শকটের ঝিলিমিলি দিয়ে মেয়েরা মেলা দেখত।

শান্তিনিকেতনে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের সমান্তরালে মেয়েদের হস্টেল নির্মাণ : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে 'আবাসিক' প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিকল্পনা করেছিলেন, সূচনাকাল থেকেই ছাত্র এবং শিক্ষক সকলে আশ্রমে বসবাস করে পঠনপাঠন পরিচালনা করতেন বা অংশ নিতেন। শান্তিনিকেতনে সূচনা কাল থেকে নারীশিক্ষা প্রচলন এবং মেয়েদের হস্টেল নির্মাণের সময় ক্রম উল্লেখ করা হল— শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা - ১৯০১ সালে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা – ১৯২১ সালে, নারীভবনের সূচনা ১৯২১ সালে, এরপর কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায় নারীভবন। নির্মিত হয় বিচ্ছিন্ন কিছু ছাত্রীনিবাস— দ্বারিক, লেবুকুঞ্জ, নতুন বাড়ি ইত্যাদি (১৯২১-১৯২৯) কিছু সময়ের জন্য এগুলিও বন্ধ হয়। অবশেষে শ্রীভবন নির্মিত হয় ১৯২৯ সালে। এই শ্রীভবন পরবর্তীতে শ্রীসদন ছাত্রীনিবাস হিসাবে পরিচিত হয়। 'শ্রীসদন' বিশ্বভারতীতে প্রথম মেয়েদের হস্টেল। সূচনাপর্বে 'দেহলি', 'নতুনবাড়ি', 'দ্বারিক', 'লেবুকুঞ্জ' ইত্যাদি যেসব বাড়ি একদিন ছাত্রীনিবাস রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল, একমাত্র 'দেহলি' এবং 'নতুনবাড়ি' ছাড়া অন্যান্য বাড়িগুলি আর এখন দেখা যায় না। কালের স্রোতে এবং প্রয়োজনের তাগিদে এই ঘরগুলি অবলুপ্ত হলেও অতীতের বহু বিদগ্ধ মানুষ এবং প্রাচীন আশ্রমিকদের অনেকের লেখায় পুরাতন ছোট ছোট ছাত্রীনিবাস গুলির নানান স্মৃতি আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



চিত্র-৫ শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম হস্টেল শ্রীসদন, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক বা সূচনা পর্বে 'শ্রীসদন বা শ্রীভবনের কোনো উল্লেখ নেই। নারী বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবার পর পুনরায় আশ্রমবাসী গুরুকন্যাগণ সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে থাকেন। আশ্রমের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ছাত্রীদের থাকার বাড়িগুলি প্রায় অধিকাংশই গুলিই পাকা ছিল না। ১৯১৯-১৯২১ সালের মধ্যে গুরুপল্লী তৈরির কিছুদিন পর পুনরায় কয়েকজন ছাত্রী নিয়ে শুরু হয় 'নারীভবন'। যদিও নারীভবন সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই আশ্রমের গুরুকন্যাগণ পঠন–পাঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'সৃষ্টির সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথের যে নারীবিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রাণপণ আন্তরিক চেষ্টা ছিল তা নারীবিদ্যালয় উঠে যাবার প্রায় এগারো-বারো বছর পর আবার বহিরাগত ছাত্রীদের বসবাসের জন্য সেকালের দ্বারিক বাড়ির দক্ষিণ অংশে 'লেবুকুঞ্জ' সৃষ্টি হয়। মীরা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় 'দেহলি' বাড়ির পাশে নির্মিত 'নতুন বাড়ি'তে বসবাসকারী সকল ছাত্রীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় সে সময়ে কিছু মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয় 'লেবুকুঞ্জে'। মেয়েদের বোর্ডিং যখন খোলা হল তখন স্নেহলতা সেন মেয়েদের তত্ত্বাবধানের জন্য থাকতেন বোর্ডিং এ। ১৩২৮ সালের শান্তিনিকেতন পত্রিকায় মাঘ মাসের আশ্রম সংবাদে (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৮) একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে দেখা যাচ্ছে, ১৩২৮ অর্থাৎ ১৯২১ সাল নাগাদ শান্তিনিকেতনে আবাসিক ছাত্রীদের জন্য একটি নতুন ছাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা হয়। উদ্ধৃত করা হল—

> "সম্প্রতি আশ্রমে একটি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন কিছুদিন হইতে আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন। মহিলাটি বালিকাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাছাড়া তিনি অধ্যাপনায় ও সাহায্য করিতেছেন।"[১২]

'শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ' প্রবন্ধটিতে কবির ভাবাদর্শ, নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর ধ্যান ধারণার একটি সুস্পষ্টতা রয়েছে, অন্যদিকে ছাত্রীনিবাসের প্রশাসনিক পরিকাঠামোসহ নিয়মশৃঙ্খলা, শান্তি সংহতি রক্ষা করার বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে।

গ। শান্তিনিকেতনে নারী সমিতি— অবিভক্ত বাংলা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রীরা আসতে শুরু করলে ছাত্রীনিবাসে স্থানাভাব দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ১৩২৮ সালে আশ্রম বিদ্যালয় ধীরে ধীরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২১ সালে ৮ই পৌষ ১৩২৮ বোলপুর শান্তিনিকেতনে আশ্রমের সাংবৎসরিক সভায় প্রশাসনিক নিয়মকানুনের সঙ্গে 'নারীসমিতি' তৈরি হয়। Visva–Bharati Memorandum Association Statutes and Regulation পুস্তিকার তৃতীয় পাতায় নারী সমিতি (Women's Committee) সম্বন্ধে বিশদে বিবরণ পাওয়া যায়। নারী বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'শান্তিনিকেতন নারী সমিতি' নামে সম্পূর্ণ পৃথক সমিতি তৈরি হয়। মহিলা ছাত্রী, মহিলা আগন্তুকদের শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে তাঁদের থাকা, খাওয়া, শরীরচর্চা, গৃহবিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সেবাশুশ্রূষা, কলা ও সংগীত বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষণের ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান করাই ছিল এই সমিতির মূল লক্ষ্য।

আশ্রমের নারীদের পরিচালনা করা থেকে ছাত্রীনিবাসগুলি দেখাশোনা করা সমিতির কাজের মধ্যে পড়ত। ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়ক স্নেহলতা ছিলেন এই সমিতির সদস্য ও সম্পাদক। এছাড়াও সদস্য ছিলেন কিরণবালা সেন, প্রতিমা ঠাকুর, সুধীরা বসু, যুগলমোহিনী সেন প্রমুখ। স্নেহলতা দেবী শান্তিনিকেতনে এলে আশ্রমপিতা তাঁকে নারী বিভাগের দায়িত্ব নিতে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেন স্নেহলতা তা সাগ্রহে স্বীকার করেন ও আজীবন পালন করেন।[১৩] ধীরে ধীরে 'লেবুকুঞ্জ'এ বহিরাগত ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হলে নিয়মিত ভাবে রবীন্দ্রনাথ স্নেহলতা দেবীকে চিঠি লিখে ছাত্রী আবাসটি পরিপূর্ণ সংস্কারের বিষয়ে খোঁজ নিতেন। ১৩২৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রিকা থেকে জানা যাচ্ছে যে এখানে ক্রমাগত বহিরাগত ছাত্রীদের স্থানাভাব বাড়ছে। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতিও সচেতন ছিলেন। কন্যা মীরাদেবীকে তিনি চিঠিতে লিখছেন এবিষয়ে। প্রাথমিকভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও ১৯৩১ সালে কলাভবনের কৃতি ছাত্রী যমুনা সেন 'কারুসংঘ' তৈরি করেন। নারীশিক্ষার প্রথম যুগে ১৩২৬ সালে আসামের তাঁতশিল্প দেখে মুগ্ধ কবি এখানে তাঁতশিল্পের সূচনা করেন। ধীরে ধীরে ছাত্রীনিবাসের ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। সূচনা পর্বে ছাত্রীনিবাসে ছাত্রী সংখ্যা ছিল সীমিত মাত্র ১৪ জন। ১৩২৬ সালে শান্তিনিকেতন পত্রিকাতে দেখা যাচ্ছে সে সময় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৪০ জন এবং ছাত্রী ১৪ জন। স্নেহলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে নারীভবন ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলে। সে সময়ের নানা পত্রপত্রিকাতে কবিগুরুর বিভিন্ন ধরনের নারীভবন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনা, সম্বলিত মূল্যবান চিঠিপত্র এবং তখনকার বহু বিদগ্ধ মানুষজন এবং ছাত্রছাত্রীদের বিবরণ থেকে নারীভবনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের কথা জানতে পারা যায়। যখন কবিগুরুর নির্দেশনায় আশ্রমের মেয়েরা নাচ, গান, নাটকে অংশগ্রহণ শুরু করে। রক্ষণশীল সমাজ এবিষয় নিয়ে সমালোচনা শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথের অদম্য প্রচেষ্টায় তা অব্যহত থাকে। এদিকে ছাত্রীনিবাসে তখন ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ সময়ে আসেন তটিনী দাস, শান্তা চট্টোপাধ্যায়, আশা অধিকারী, রাজেশ্বরী বাসুদেব প্রমুখ। এঁরা থাকতেন লেবুকুঞ্জে। আশ্রম বিদ্যালয়ে শিশু বিভাগের সঙ্গে ছাত্রীনিবাসের একটি নিবিড় সম্বন্ধ সে যুগে ছিল। স্নেহলতা সেন, ললিতা মুখার্জীর উদ্যোগে গৃহদীপ গার্লস গাইড প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দেন 'সহায়িকা'। এবং 'সহায়িকা'র জন্য গান রচন করেন "অগ্নিশিখা এসো, এসো।" নারীশিক্ষার চরম অনগ্রসর যুগেও রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা সম্পর্কে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে নির্মিত হয় বিড়লাকুঠী। ইতিমধ্যে স্নেহলতা দেবী গয়া চলে যান। ছাত্রীনিবাসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হেমবালা সেন মহাশয়া। অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ও গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি তাঁর কাজ করেছেন। প্রবাসী পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা সম্পর্কে লিখেছিলেন। ১৩৩০ সালে প্রবাসী অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'নারীবিভাগ' নামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় –

> "শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত নারী বিভাগ হইতে স্ত্রীলোকেদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপাততঃ এখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত-চিত্রকলা, বস্ত্রবয়ন, বই বাঁধানো প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া চলিতেছে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগী পরিচর্যা, শাকসবজি ফলমূলের বাগান তৈরি গৃহকর্মপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রীরা পারদর্শিতা লাভ করে ইহাই আমার ইচ্ছা। নারীশিক্ষায় আগ্রহবান ব্যক্তিদের নিকট হইতে যথেষ্ট আনুকূল্য পাইলে দেশ বিদেশ হইতে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিয়া এখানে উচ্চ আদর্শের নারীশিক্ষা গড়িয়া তুলিতে কৃতকার্য হইব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে এককালীন মাসিক বা বাৎসরিক অনুদান প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি আমাদের আবেদন বৃথা যাইবে না।"[১৪]

বিদেশ থেকে বহুবিদুষী মহিলা এসে এখানে নারীশিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন যেমন, দেজিরে লেভি, ডঃ স্টেলা ক্র্যামরিশ, ফ্রান্সের আঁদ্রে কার্পেলে, মেরী ভ্যান ইগান, মিস গ্রোচেন গ্রীন, মিস ফ্লাউম, মিস বসনেক, মার্গারেট সিগেল। নারীভবন সৃষ্টি হবার পর বহু বিদুষী মহিলার অবদানে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে সেদিনের নারীশিক্ষার প্রগতিশীল ধারাটি। ইতিমধ্যে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটায় বিশেষ সুযোগ সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্রীরা আসতে শুরু করেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজপুতানা থেকে এসেছিলেন একজন। এলেন কবির স্বদেশী যুগের বন্ধু প্রেমতোষ বসুর কন্যা ইভা এবং চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী ঊর্মিলা দেবীর কন্যা সতী। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি গৃহকর্মের শিক্ষাও তাদের ছাত্রীনিবাসে নিতে হত, সবকাজ নিজে হাতে করতে হত আবাসিকাদের। ১৩৩০ সালে আশ্বিন সংখ্যায় শান্তিনিকেতন পত্রিকায় আশ্রম সংবাদে ছাত্রীদের 'ঋতুমঙ্গল' অভিনয়ের খবর জানা যায় (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩০ আশ্বিন সংখ্যা) সে সময় রণজিৎ সিং এর কাছে এস্রাজ বাজানো শিখতেন। হেমবালা সেনের যোগ্য পরিচালনায় নারীভবন ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলে। ক্রমাগত ছাত্রী অগমনের চাপ বেড়ে চলেছে। বহু ছাত্রীর আবেদন স্থানের অভাবে গ্রহণ করা যাচ্ছিল না। কিন্তু নতুন আবাসের ব্যবস্থা না থাকায় সবাইকে গ্রহণ করা যাচ্ছিল না। ১৯২৭ সালের ২৭ জানুয়ারী নারীভবনের ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ৪৪ জন। পরিদর্শিকা মহাশয়াকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে তাঁর আগ্রহের সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থার সংবাদ পাওয়া যায় এপ্রিল ১৯২৮ সালের বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৯৪ পৃষ্ঠায় মহিলা কলেজ সংবাদ সূত্রে। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ছাত্রীনিবাসের স্থানাভাবের জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার সুবিস্তৃত খেলার মাঠ, উন্মুক্ত এবং বাগানযুক্ত একটি ছাত্রীনিবাস নির্মিত হচ্ছে। ১৯২৮ সালের বিশ্বভারতী বুলেটিনে দেখা যায় –

> "A building is being erected for the housing of girls' students, with actual playground and attached garden. Regular instruction with practical training is going on. All the girl students are expected to attend the Kala Bhavan for a course of music and painting. By the special arrangement with the Culcutta University, students both boys and girls after completing the V. B. Course, may if they so desire go up for I.A and B.A examination of Calcutta University."[১৫]

এরপর আবাসিক ছাত্রছাত্রী বাড়তে থাকে ১৯২৮ সালে মোট আবাসিক ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তৎকালে আবাসিক অধিবাসীদের মধ্যে ছিল গভীর আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মনোভাব।

মেয়েদের নানা কাজে অংশগ্রহণ : 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকাতে 'সার সংগ্রহ' নামক প্রতিবেদনে কবি লিখছেন, নারী জাতির 'হৃদয়টি খুব উচ্চ হইলেও তাহা কল্যাণ ইচ্ছায় পূর্ণ না হইলে তাহার সার্থকতা নাই'–অতএব মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে কবির উদ্যোগ ছিল 'উদার ও ব্যাপক'। জ্ঞানশিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের মানসিক শিক্ষার দিকটিও তিনি চিন্তা করেছিলেন। ১৩২৯ সাল নাগাদ তখনো ছাত্রী সংখ্যার পরিমাণ তেমন বেশি না হলেও আশ্রমে স্বয়ং কবিগুরুর পরিচালনায় নারীদের পঠনপাঠনের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানারকমের উৎসব অনুষ্ঠান তখন শুরু হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার মাঘ সংখ্যা ১৩২৯ তে দেখা যায় 'শ্রীপঞ্চমী' উপলক্ষে আশ্রমে 'বসন্তোৎসব' সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল। "এইদিন সন্ধ্যা বেলায় গুরুদেব ছাত্রীদের লইয়া কলাভবনে গান করিয়াছিলেন। ছাত্রীরা সকলেই বাসন্তী রঙে ছোপানো শাড়ি পরিয়াছিল, মাথায় সকলের ফুল গোঁজা ছিল। ... এই গানের দলকে চমৎকার দেখিতে হইয়াছিল।" (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, মাঘ সংখ্যা, ১৩২৯) শান্তিনিকেতন পত্রিকা ফাল্গুন সংখ্যা থেকে জানা যায় এই সময় রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কলকাতার বসন্তোৎসব করেছিলেন এবং 'বসন্ত' নাটক ও রচনা করেন। বসন্তের গান গাওয়া হয়। এইভাবে নিয়মিত পঠন-পাঠনের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিচালনা ও নির্দেশনায় শান্তিনিকেতনে একটি উচ্চমানের নৃত্যগীতের সংগে মেয়েরা অংশগ্রহণ শুরু করে। অমিতা সেন 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' গ্রন্থে বর্ণনা করছেন ১৯১০ সালে রথীন্দ্রনাথের বিয়ে উপলক্ষে মেয়েদের নাটকে অংশগ্রহণের কথা—

> "নববধূ প্রতিমা দেবীকে নিয়ে বিদ্যালয়ের মেয়েরাও আনন্দোৎসবে মেতে গেল। নববধূকে নিয়ে মেয়েরা করবে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে শুরু হল মহড়া, লক্ষ্মীর ভূমিকায় নববধূ প্রতিমা, রাণী কল্যাণীর ভূমিকায় হেমলতা। তারপর অভিনয়ের দিনে দেখা দিল মহা সমস্যা। মেয়েরা বেঁকে বসল। পুরুষদের সামনে তারা অভিনয় করবে কি করে? আজ যেটা সমস্যাই নয় সেদিনে সেটা মহা সমস্যা এবং অসম্ভবই বলা চলে। এদিকে অভিনয় যদি সবাই দেখতেই না পারল তবে অভিনয়ের সার্থকতা কোথায়? রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তুলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান তিনিই করলেন। ব্যবস্থা হল একেবারে উল্টো, মেয়েরা যথারীতি মঞ্চে অভিনয় করল, পুরুষেরা অভিনয় দেখলেন চিকের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আড়ালে বসে। আনন্দ থেকে কাউকে বঞ্চিত হতে হল না। এইভাবে বালক বালিকাদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারা প্রাণোচ্ছল গতিতে এগিয়ে চলল।”[১৬]



চিত্র – ৬ *চৈত্যর সামনে শ্রীসদনের ছাত্রীরা। শম্ভু সাহার তোলা ছবি। রবীন্দ্রভবন চিত্র সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।*

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সমসময় থেকেই নারীরা শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ডে সামিল হয়েছেন। সেকালের নারীদের স্মৃতিকথা থেকে অনুভূত হয়, কিভাবে আশ্রম জীবনে, রবীন্দ্র সান্নিধ্যে তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্রী হিসাবে, আবাসিকা হিসাবে, আশ্রমিক হিসাবে আনন্দময় সময় কাটিয়েছেন, যে সময়কে ফিরে দেখেছেন পুনরায় স্মৃতিকথায়। স্মৃতিকথায় তাঁদের যে আত্মপরিচয়ের বোধ এবং পরিবারের বাইরে নতুন আত্মপরিচয়ে অন্বিত হওয়ার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তা অনন্য। একজন নারী আশ্রমের বৃহৎ পরিবারে নিজেকে যেভাবে আবিষ্কার করছেন, রবীন্দ্রনাথের আদর্শের বাস্তবায়নে যে ভূমিকা নিচ্ছেন অথবা রবীন্দ্রনাথ তাঁদের যে ভূমিকায় দেখতে চাইছেন তার ভিত্তিতে তাঁরা যেভাবে নিজেদের গড়ে তুলছেন– এই আত্মনির্মাণের মধ্য থেকে যে নবনির্মিত ‘আত্ম’ প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁদের স্মৃতিকথায় এই ‘আত্ম’টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র - ৭ আশ্রমমাঠ, শ্রীসদনের সামনে মেয়েরা বাস্কেট বল খেলছে, শম্ভু সাহার তোলা ছবি, রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেখানে শিক্ষার হাত ধরে নারীর আত্মপরিচয় নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 'শিক্ষিতা', 'আধুনিক', 'আবাসিকা', 'ছাত্রী', 'আশ্রমিক', এই পরিচিতিগুলির প্রতিফলন স্মৃতিকথাগুলিতে। এই পরিসরে কিছু স্মৃতিকথার উল্লেখ করা যায়, অমিতা সেনের, 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা', 'চলে যায় দিন' (সেন, ২০০১), 'শিরিষ বকুল আমের, মুকুল' (সেন, ২০০০), 'আনন্দ সর্বকাজে' (সেন, ১৩৮৯)-এ দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে তাঁর আত্ম উদ্বোধন। যে আত্মবোধ বিচ্ছিন্ন নয় তার চারপাশ থেকে। রানীচন্দের 'সব হতে আপন, (চন্দ, ১৪০১) 'গুরুদেব' (চন্দ, ১৩৬৯), 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' (চন্দ, ১৩৪৯) এ যে শিক্ষিতা, আবাসিকা আশ্রমিক ছাত্রীর দেখা পাওয়া যায় তা তৎকালের শান্তিনিকেতনের নির্মাণ, রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষাদর্শের রূপায়ণ। উল্লেখ করা যায় প্রতিভা গুপ্তের 'শিক্ষাগুরু', রমা চক্রবর্তীর 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' (চক্রবর্তী, ১৪০৮), চিত্রনিভা চৌধুরীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (চৌধুরী, ২০১৭), ইন্দিরা দেবীর 'আবির্ভাব (দেবী, ১৩৬৮), মহাশ্বেতা দেবীর 'আমাদের শান্তিনিকেতন' (দেবী, ২০০১), মৈত্রেয়ী দেবীর 'পঁচিশে বৈশাখ', কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের 'আনন্দধারা' জ্যোৎস্না বন্দোপাধ্যায়ের 'আমাদের শান্তিনিকেতনে যা দেখেছি, যা পেয়েছি' (বন্দোপাধ্যায়, ১৩৯১) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।



চিত্র – ৮ *লেদার বাটিক, শিল্পকর্মে নিমগ্ন ছাত্রী। S.P Gavande এর তোলা ছবি। রবীন্দ্রভবন ছবি সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত।*

পরিশেষ : নারী শিক্ষার প্রাক্কালে তাঁকে নানাভাবে বিব্রত হতে হয়েছিল। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ এই নারীশিক্ষা খুব সহজ ভাবে নেয় নি। সমালোচনা আর বাধাবিপর্যয়ে প্রথম যুগে নারীবিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের অসীম আগ্রহে। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা ছিল অতি সুস্পষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ। একটি ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনায় আশ্রমে শোকের ছায়া নেমে আসে। বালিকাদের আবাস তুলে দিতে হয়। বালিকারা যে যার ঘরে ফিরে গেল। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অবধি কবিকে নানা ধরনের বাধার সম্মুখে পড়তে হয়। তবে এ ধরনের বাধার পরিপূর্ণ রূপটি কিন্তু কোথাও সুষ্ঠুভাবে জানা যায় নি। প্রশান্তকুমার পাল মহাশয়ের বক্তব্যে জানা যায়, শান্তিনিকেতন ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে কিছু প্রতিবন্ধকতার কথা। নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও শান্তিনিকেতনে প্রথমযুগে লিঙ্গসাম্যের উদ্যোগের মধ্যে দেখা যায়, নারীদের শিক্ষার অধিকার এবং নিরাপত্তা পাশাপাশি বিবেচনার মধ্যে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সামাজিক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কের দ্বৈততার মধ্যে নারীর শিক্ষা এবং আশ্রমের অন্তর্ভুক্তি রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগকে সেইযুগে করে তুলেছিল কঠিন, তেমনি বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখলে তা বৈপ্লবিক মনে হয়। বিবাহ-পরিবার-সমাজের ঘেরাটোপের ভিতর থেকে শিক্ষা, স্থানান্তর, আশ্রমবাস নারীদের আত্মআবিষ্কারের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছিল এবং নারীদের অংশগ্রহণ আশ্রমকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিয়েছিল একটি সম্পূর্ণ রূপ। প্রাথমিক ভাবে অভিজাত এবং উচ্চবিত্ত নারীরা অংশগ্রণ করেছিলেন, সমাজের অনান্য স্তরের নারীদের অংশগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল স্বাধীনতা এবং সংরক্ষণ পর্যন্ত।

Reference:

১. শ্রেয়সী, রবীন্দ্র প্রদক্ষিণ সংখ্যা, ‘গুরুদেবের আশ্রমে ছাত্রীজীবন’, ‘আলাপিনী মহিলা সমিতি’, শান্তিনিকেতন, ১৯৮৯, পৃ. ১১৫
২. রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, ‘স্ত্রীশিক্ষা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৩২২, পৃ. ১৫
৩. বানী, নিয়োগী, ‘শ্রীসদনের ইতিকথা’, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, ২০০১, পৃ. ৪০
৪. রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, চিঠিপত্র ১৩ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৭৯
৫. তদেব, পৃ. ২৭৭-২৭৮
৬. রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, ‘চিঠিপত্র ১১ খন্ড’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ -১৪১৭, পৃ. ৮২
৭. তদেব, পৃ. ৮২
৮. তদেব, পৃ. ৮৪
৯. প্রশান্তকুমার, পাল, রবিজীবনী ৬ ষ্ঠ খন্ড, আনন্দ পাবলিসার্শ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৯
১০. তদেব, পৃ. ৬৯
১১. রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, চিঠিপত্র ১৩ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২৭৬-৭৭
১২. শান্তিনিকেতন পত্রিকা, মাঘ সংখ্যা, শান্তিনিকেতন, ১৩২৮, পৃ. ১৩
১৩. বানী, নিয়োগী, ‘শ্রীসদনের ইতিকথা’, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, ২০০১, পৃ. ১১১
১৪. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, প্রবাসী প্রেস, কলকাতা, ১৩৩০, পৃ. ২৩০
১৫. বিশ্বভারতী বুলেটিন, এপ্রিল ১৯২৮, পৃ. ৯৪
১৬. অমিতা, সেন, ‘শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা’, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৯

Bibliography:

ভার্জিনিয়া, উলফ, (অনুবাদ- অনসূয়া গুহ), ‘নিজস্ব এক ঘর’, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০২
সুধীন্দ্রনাথ, কর, ‘শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা’, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৬০
অজিতকুমার, চক্রবর্তী, ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৭
রমা, চক্রবর্তী, ‘ভরা থাক স্মৃতিসুধায়’, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৪০৮
রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, ‘স্ত্রীশিক্ষা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৩২২
রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, ‘চিঠিপত্র ১১ খন্ড’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ -১৪১৭
রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, চিঠিপত্র ১৩ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯২
রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর,‘শিক্ষা, রবীন্দ্র – রচনাবলী - ষষ্ঠ খন্ড, সপ্তদশ খন্ড’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭
বানী, নিয়োগী, ‘শ্রীসদনের ইতিকথা’, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, ২০০১
প্রশান্তকুমার, পাল, রবিজীবনী ৬ ষ্ঠ খন্ড, আনন্দ পাবলিসার্শ, কলকাতা, ১৯৯৩
শ্রেয়সী, রবীন্দ্র প্রদক্ষিণ সংখ্যা, ‘গুরুদেবের আশ্রমে ছাত্রীজীবন’, ‘আলাপিনী মহিলা সমিতি’, শান্তিনিকেতন, ১৯৮৯
অমিতা, সেন, ‘শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা’, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৭
O’ Connell, M. K,’Rabindranath Tagore: the Poet as Educator’, Visva Bharati. Kolkata, 2002
Tapati, Mukhopadhyay & Amrit, Sen). Sharing the Dream–The Remarkable Women of Santiniketan. Rabindra Bhavana, Santiniketan, 2016